ঝিনাইদহে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থক গোষ্ঠীর র্যালী ও শোভাযাত্রা

‎“ভাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখি, ফুটবল বিশ্বকাপ উপভোগ করি” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থকদের র্যালী- শোভাযাত্রা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১২ জুন) সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে ব্রাজিল সমর্থক গোষ্ঠির আয়োজনে এ র্যালী ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিতে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্রাজিল সমর্থক অংশ নেন।

‎এ সময় সমর্থকেরা ব্রাজিলের প্লেয়ার এবং ফুটবল ও বিশ্বকাপ নিয়ে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। র্যালীটি স্থানীয় শহরের পোষ্ট অফিস মোড়, পায়রাচত্তর ঘুরে আবারও ওয়াজির আলী স্কুলের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

‎এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ব্রাজিল সমর্থক গোষ্টির আহবায়ক সাংবাদিক রাজিব হাসান, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আল মামুন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল ইসলাম বাপ্পি ও সাংবাদিক ইমন হাসানসহ অন্যান্যরা।

ক্রীড়াচর্চাই হোক যুবসমাজের ঢাল

মাদকের ছোবল, মোবাইল গেম ও জুয়ার আসক্তি ধীরে ধীরে গ্রাস করছে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। শহর থেকে গ্রাম — কোথাও এ সমস্যা থেকে মুক্তি নেই। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতি এবং মেহেরপুর এমকেএসপির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তাদের আহ্বান — যুবসমাজকে মাদক ও জুয়া থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়াচর্চার প্রসার

ঘটাতে হবে — অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সুস্থ বিনোদন ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে তরুণরা অনেক সময় বিপথগামী হয়। মাদক ও জুয়া শুধু একটি ব্যক্তির জীবন নষ্ট করে না, বরং একটি পরিবারকে ভেঙে দেয়, সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে এবং দেশের উৎপাদনশীলতাকে দুর্বল করে তোলে। এ সমস্যা কেবল আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলবে না; এর সমাধান খুঁজতে হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

ক্রীড়াচর্চা এ ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। খেলাধুলা তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দলগত মনোভাব, সহমর্মিতা এবং জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে। মাঠে ঘাম ঝরানো একটি তরুণকে সন্ধ্যার আঁধারে মাদকের আড্ডা থেকে দূরে রাখতে পারে। তাই স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্যান্য ক্রীড়া টুর্নামেন্ট আয়োজন নিছক বিনোদন নয়, এটি একটি সামাজিক বিনিয়োগ।

তবে শুধু একটি টুর্নামেন্ট দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিটি উপজেলায় খেলার মাঠ নিশ্চিত করতে হবে। দখল হয়ে যাওয়া মাঠগুলো উদ্ধার করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে। ঢাকাস্থ মেহেরপুরবাসীরা নিজ এলাকার উন্নয়নে যেভাবে এগিয়ে আসছেন, সেটি অনুকরণীয়। তাঁদের এই উদ্যোগ অনেক তরুণের হৃদয়ে সঠিক পথে চলার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

স্থানীয় প্রশাসনকেও দায়িত্ব নিতে হবে। ক্রীড়া বাজেট বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করা প্রয়োজন। যুবসমাজকে সুস্থ ও সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত রাখতে না পারলে মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে যতই অভিযান চালানো হোক, তা দীর্ঘমেয়াদে ফলদায়ক হবে না।

এ ধরণের মতো আয়োজন যদি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে একদিন হয়তো ক্রিকেট ব্যাট আর ফুটবলই হবে মাদক ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

যুবসমাজকে মাদক ও জুয়া থেকে দুরে রাখতে ক্রীড়াচর্চার আহ্বান

ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির উদ্যোগে এবং মেহেরপুর এমকেএসপির সহযোগিতায় আয়োজিত স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬ এর সফল সমাপ্তি হয়েছে।

ফাইনালে মার্জ গ্রুপ ৮৪ রানের বিশাল ব্যবধানে অ্যাক্টিভকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মার্জ গ্রুপ নির্ধারিত ১২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রানের পাহাড়সম সংগ্রহ গড়ে তোলে। দলের পক্ষে রাসেল সর্বোচ্চ ৭৩ রান এবং ওয়াহেদ ৪৫ রান করেন। অ্যাক্টিভের হয়ে সেন্টু ২টি ও রনি ১টি উইকেট শিকার করেন।

জয়ের জন্য ১৭৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মার্জ গ্রুপের বোলার লিটনের দুর্দান্ত বোলিংয়ের মুখে শুরু থেকেই চাপে পড়ে অ্যাক্টিভ। নির্ধারিত ১২ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে দলটি মাত্র ৯৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে মার্জ গ্রুপ ৮৪ রানের বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে টুর্নামেন্টের শিরোপা নিজেদের করে নেয়।

আজ রোববার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মো. শহীদুল্লাহ এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রকৌশলী মো. শহীদুল্লাহ বলেন, বর্তমানে মাদক ও অনলাইন জুয়ার ভয়াবহ বিস্তার যুবসমাজকে বিপথগামী করছে। খেলাধুলাভিত্তিক এ ধরনের আয়োজন তরুণদের সুস্থ বিনোদন ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, চারদিকে মাদক ও অনলাইন জুয়ার বিস্তার উদ্বেগজনক। যুবসমাজকে এসব

সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রয়োজন। তিনি আগামীতে ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনেরও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, টুর্নামেন্টের আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব মাহমুদুল হাসান মিলন, নির্বাহী সদস্য জাহিদুল হক, মিজানুর রহমান মঞ্জু, নাজমুস সাদাত বুড়ো, শাহিনুর রহমান রিটন, আব্দুস সালাম, হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

পরে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের মাঝে সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘটে।

এর আগে টুর্নামেন্ট উপলক্ষে গত শুক্রবার রাতে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জার্সি ও ট্রফির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা, সাবেক রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলম এবং পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

এছাড়াও পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম, এনসিপির জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ, জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা সমিতির সদস্য হাফিজুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, এমকেএসপির পরিচালক শাহিনুর রহমান রিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সম্প্রতি খুলনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খুলনা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হওয়া মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট দলের

খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরে অতিথিরা টুর্নামেন্টের জার্সি ও ট্রফির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন।

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী কারাতে সেমিনার ও বেল্ট পরীক্ষা

‘নারীদের আত্মরক্ষার্থে কারাতে হোক অন্যতম হাতিয়ার’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে দিনব্যাপী কারাতে প্রশিক্ষণ ও ৪২ তম বেল্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের সোতোকান কারাতে দো স্কুলে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সোতোকান কারাতে দো’র পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সোতোকান কারাতে দো’র প্রধান উপদেষ্টা মহব্বত হোসেন টিপু, প্রশিক্ষন প্রদান করেণ জাতীয় দলের প্রধান প্রশিক্ষক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মোঃ শাহানুর আলম।

দিনব্যাপী সেমিনারে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়। পরে বিকেলে বেল পরীক্ষা পর তাদের কে বেল্ট প্রদান করা হয়।

বিসিবির সভাপতির সাথে খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সভাপতি তামিম ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিসিবি কার্যালয়ে তারা এ সাক্ষাৎ করেন। বিসিবির সভাপতি তামিম ইকবাল তাদের শুভেচ্ছা জানান এবং জেলার ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রতি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ‘হ্যাটট্রিক’ টেস্ট জয় বাংলাদেশের

মিরপুর টেস্টে নাহিদ রানার আগুনঝরা বোলিংয়ে পাকিস্তানকে পাত্তাই দিল না বাংলাদেশ। সফরকারীদের মাত্র ১৬৩ রানে অলআউট করে ১০৪ রানের বড় জয় তুলে নিয়েছে টাইগাররা। তাতেই দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হাসান শান্ত বাহিনী।

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জয়ের জন্য ২৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এই দুই দশকেরও বেশি সময়ে টানা ১১টি ম্যাচ হেরেছে টাইগাররা। অবশেষে ২০২৪ সালে পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে মিলেছে প্রথম জয়ের দেখা। দুই ম্যাচের ওই সিরিজে ২-০ ব্যবধানেই জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার মিরপুর টেস্টেও পাকিস্তানকে হারালেন শান্তরা।

২৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই পাকিস্তানি ওপেনার ইমাম-উল হককে সাজঘরে ফেরান তাসকিন আহমেদ। তার

করা বলে কটবিহাইন্ড হন ইমাম। আউট হওয়ার আগে করেন ৫ বলে ২ রান। আরেক ওপেনার আজান আওয়াইস করেন ৩৩ বলে ১৫ রান। আর দলনেতা নেতা শান মাসুমের ব্যাট থেকে আসে মাত্র ২ রান।

৬৮ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপেই পড়েছিল পাকিস্তান। চতুর্থ উইকেটে জুটি গড়ে দলকে চাপমুক্ত করেন আব্দুল্লাহ ফজল ও সালমান আগা। এই জুটিতে আসে ৫১ রান। ফিফটির দেখা পাওয়া ফজলকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন টাইগার স্পিনার তাইজুল ইসলাম। ১১৩ বলে ১১টি চারের সাহায্যে ৬৬ রান করেন ফজল। পরের ওভারেই সালমান আগাকে পরাস্থ করেন তাসকিন আহমেদ। সালমান করেন ৩৯ বলে ২৬ রান।

৫ উইকেট হারিয়ে আরও একবার চাপে পড়ে সফরকারীরা। ষষ্ঠ উইকেটে দলকে শঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা চালান উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সৌধ শাকিল। কিন্তু তাদের ক্রিজে থিতু দেননি টাইগার পেসার নাহিদ রানা। নিজের করা টানা দুই ওভারে শাকিল ও রিজওয়ানকে সাজঘরে পাঠান তিনি। এই দুই ব্যাটারই করেন ১৫ করে রান।

এরপর ১ রান করে হাসান আলিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল ইসলাম।

এর আগে, প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ১৫২ রান করেছিল বাংলাদেশ। ৭ উইকেট হাতে নিয়ে ১৭৯ রানে এগিয়ে ছিল টাইগাররা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৫৮ ও মুশফিকুর রহিম ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। পঞ্চম দিন শান্ত ৮৭, মুশফিক ২২, লিটন দাস ১১, মেহেদি হাসান মিরাজ ২৪, তাইজুল ইসলাম ৩, তাসকিন আহমেদ ১১ রানে আউট হন। ৪ রানে অপরাজিত থাকেন এবাদত হোসেন। এ ছাড়া আগের দিন মাহমুদুল হাসান জয় ৫, সাদমান ইসলাম ১০ ও মুমিনুল হক ৫৬ রানে আউট হন।

পাকিস্তানের হাসান আলি ও নোমান আলি ২টি করে উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ৪১৩ ও পাকিস্তান ৩৮৬ রান করেছিল।
মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে শান্তর সেঞ্চুরি ও মুমিনুল-মুশফিকের ফিফটিতে ৪১৩ রান করেছিল বাংলাদেশ। জবাবে আজান আওয়াইসের সেঞ্চুরি পাকিস্তান তোলে ৩৮৬ রান। ২৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭ রানে এগিয়ে থেকে ৯ উইকেটে ২৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ফলে টার্গেট দাঁড়ায় ২৬৮ রান।

সূত্র: ঢাকা পোস্ট

মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের ২০২৬ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

প্রতিযোগিতায় ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, দাবা, অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন ও মার্শাল আর্টসহ মোট আটটি ইভেন্টে জেলার ৩টা উপজেলা ও পৌরসভার কিশোর-কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। এতে জেলা স্টেডিয়ামে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ফুটবল বালক বিভাগে গাংনী উপজেলা একাদশ জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফুটবল বালিকা বিভাগে মুজিবনগর উপজেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্রিকেট বালক বিভাগে মেহেরপুর পৌর একাদশ এবং ক্রিকেট বালিকা বিভাগে গাংনী উপজেলা একাদশ জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।

পরে বিজয়ীদের হাতে মেডেল, ট্রফি, ও সনদপত্র তুলে দেন অতিথিরা। এসময় খেলোয়াড়, অভিভাবক, ক্রীড়া সংগঠক ও দর্শকদের উপস্থিতিতে স্টেডিয়াম প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শাকির আহমেদ, ভুবন চন্দ্র হালদার, সিরাজুল ইসলাম ও ফারুকুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ওবায়দুল বাসার, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আব্দুস সালামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংগঠকরা।

উল্লেখ্য, “ক্রীড়া হবে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২ মে দেশব্যাপী একযোগে শুরু হয় ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬’ কার্যক্রম। তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশে এ উদ্যোগ ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

দেশের প্রত্যেকটি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ গড়ে তোলা হবে

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ গড়ে তোলা হবে। এরই মধ্যে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরুর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে ক্রীড়াবিদরা আগামীতে বিকেএসপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। সারাদেশের সবগুলো জেলায় একযোগে ৮টি ইভেন্টে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই প্রতিযোগিতার সার্বিক খবর রাখছেন।

সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের শৈলকূপায় বিকেএসপির সম্ভাব্য আঞ্চলিক ক্যাম্পাসের স্থান পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নতুন অধ্যায়ের পথে হেঁটে চলেছে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে ক্রীড়া ইভেন্টগুলো পৌঁছে দিতে সরকার নানা ভাবে

কাজ শুরু করেছে। বিগত দিনের ইতিহাস আমাদের ভুলে যেতে হবে। আগামীর বাংলাদেশ হবে স্পোর্টসের বাংলাদেশ।

পরিদর্শনস্থলে পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ, শৈলকূপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ প্রমুখ।

এছাড়া রাত ৮টায় জেলা শহরের একটি রিসোর্টে সোনালী অতীত ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত জেলার বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রতিমন্ত্রী। এ সময় জেলার খেলাধুলার সার্বিক অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জেলায় একটি জিমনেসিয়ামসহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে মাদকের ছোবলে ঝুঁকছে তরুণরা, নীরব খেলার মাঠ

এক সময় বিকেল হলেই গাংনী উপজেলার গ্রাম ও পাড়া-মহল্লার খেলার মাঠগুলো শিশু-কিশোরদের কোলাহলে মুখর থাকতো। ফুটবল, ক্রিকেটসহ নানা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতো তরুণরা। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে। খেলার মাঠগুলোতে নেমে এসেছে নীরবতা, আর তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ সময় কাটাচ্ছে মোবাইল ফোনে গেম খেলে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আগের মতো মাঠে খেলাধুলার দৃশ্য এখন প্রায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ কিশোর-তরুণ দিনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে মোবাইল স্ক্রিনে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
গাংনী পৌর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মালেক বলেন, আগে বিকেল হলেই মাঠে ছেলেদের খেলতে দেখা যেত। এখন তারা মোবাইলে বেশি সময় দিচ্ছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মেম্বার জিনারুল ইসলাম বলেন, আমি নিজেও দীর্ঘদিন সুনামের সাথে খেলাধুলা করেছি এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে খেলেছি। সেই সময় খেলাধুলার একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রজন্মকে দেখে আমি সত্যিই অবাক হই। তারা খেলাধুলা থেকে অনেকটাই বিমুখ হয়ে মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে মাদকাসক্তির ঝুঁকিও দিন দিন বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি একজন মেম্বার হিসেবে বলছি, আমার মনে পড়ছে না শেষ কবে কোনো ছেলে আমার কাছে খেলার বল চেয়েছে। তারা তো এখন আর খেলাধুলামুখী নয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খায়রুল ইসলাম বলেন, আমার ছেলে এখন আর খেলাধুলা করে না। আগের মতো মাঠে যাওয়ার অভ্যাসও নেই।

বর্তমানে তারা মোবাইল ফোনে বেশি ব্যস্ত থাকে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে। অবসর সময়ের অপব্যবহারের কারণে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ার ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনই সবাইকে সচেতন হতে হবে।

প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় হাফিজুর রহমান বলেন, এক সময় আশেপাশের ৭-১০ গ্রামের খেলোয়াড়রা একসাথে মাঠে খেলতাম, এখনো অনেকেই আমাদের খেলোয়াড় হিসেবে চেনে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। খেলাধুলা শরীর-মন ভালো রাখার পাশাপাশি সামাজিকতা ও সম্মানবোধ শেখায়। তাই তরুণদের আবার মাঠমুখী করা জরুরি, যাতে তারা মাদকের মতো ক্ষতিকর পথে না যায়।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুল ইসলাম বলেন, আমাদের সময় মাঠ মানেই ছিল খেলোয়াড়ে ভরা। আমরা নিয়মিত খেলাধুলা করতাম এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সুনামের সঙ্গে খেলতাম। এমনকি ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্তও মাঠে খেলোয়াড়দের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যেত। কিন্তু এখন সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এত বড় মাঠেও একজন খেলোয়াড় দেখা যায় না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্ম খেলাধুলা থেকে দূরে সরে গিয়ে মোবাইল আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে তারা ধীরে ধীরে ভয়াবহভাবে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা একটি পুরো প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এতে পরিবার ও সমাজ উভয়ই চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় তরুণ প্রজন্মকে খেলামুখী করতে

পারলে মাদকাসক্তির ঝুঁকি কমবে।

শিক্ষক রেজাউর রহমান জানান, খেলাধুলা শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু মোবাইল আসক্তির কারণে তারা সামাজিকতা ও সৃজনশীলতা হারাচ্ছে।

গাড়াবাড়ীয়া ফুটবল একাদশের অধিনায়ক হামিম আহমেদ বলেন, এখন প্র্যাকটিসের জন্য খেলোয়াড় পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে খেলা হলেও অনেকেই মোবাইলে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তিও বাড়ছে।

এদিকে সমাজকর্মীদের মতে, খেলাধুলা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তরুণরা অবসর সময় সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না, যা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মাদকের মতো ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক অভ্যাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তারা মনে করেন, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়। নিয়মিত ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন, খেলার মাঠ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণদের সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা জরুরি।

শিক্ষক ও সমাজসচেতন মহল মনে করছেন, খেলাধুলা থেকে দূরে সরে যাওয়া তরুণদের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। তারা বলছেন, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’র উদ্বোধন

শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’র সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও উদ্বোধন করা হয়েছে।

“ক্রীড়া হলে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা” এই স্লোগানকে সামনে রেখে

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে ভার্চুয়ালি এ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এ সময় মেহেরপুরে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খান, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা।

সারা দেশের মতো মেহেরপুরেও এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে প্রতিভা অন্বেষণের কার্যক্রম শুরু হলো। আশির দশকের জনপ্রিয় প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ‘নতুন কুঁড়ি’র ধারাবাহিকতায় এবার ইউনিয়ন ও সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায় থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করা, বাছাই করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।